Week-2 Day-6

ব্যাটেলফিল্ড মিশন-২: বুষ্ট ইউর জেটপ্যাক এন্ড কাউন্টার স্ট্রাইক । ডে-৬

আজকে জেটপ্যাক স্ট্রাইক এবং কাউন্টার স্ট্রাইক

জেটপ্যাক কাউন্টার স্ট্রাইক এর মেইন উদ্দেশ্যই হচ্ছে কোন কোম্পানি তোমাকে ডাইরেক্ট রিজেক্ট করুক বা সাইলেন্ট রিজেক্ট করুক (পাঁচ দিন বা এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার এপ্লিকেশন এর কোন রিপ্লাই না দিলে মোটামুটি ৮০% শিউর হয়ে যাবে যে তারা তোমার ব্যাপারে আগ্রহী না) । অর্থাৎ তোমার ফার্স্ট স্ট্রাইক (এয়ার স্ট্রাইক) কাজ হয়নি। যদিও কাজ না হওয়ার চান্স ৮০%। তারপরেও তোমাকে কাউন্টার স্ট্রাইক দিতে হবে। এই কাউন্টার স্ট্রাইক এর মানে হচ্ছে-- ওদেরকে আবার নক দিতে হবে। ইমেইল দিতে হবে। সম্ভব হলে ওদের কানেকশন খুঁজে বের করতে হবে। কোন একটা লিংক খুঁজে বের করতে হবে। ফোন দিয়ে ইমেইল দিয়ে, কোন টিম মেম্বার বা ওখানকার ডেভেলপারকে খুঁজে বের করতে হবে।

সুযোগ হলে ওদের কাছ থেকে নতুন কোন টাস্ক/এসাইনমেন্ট নিতে পারলে অনেক অনেক রাস্তা তোমার জন্য ওপেন হয়ে যাবে। সেটা না করলেও ওদের জিজ্ঞেস করবে আর কি কি করলে ওদের ওখানে চান্স পাওয়া যেতে পারে। ওদের ওখানে হায়ার করতে হলে তোমাকে আর কি কি করতে হবে। বা তুমি নতুন কি কি শিখছো সেগুলা জানাতে হবে। ওদের সাথে একটা কমিউনিকেশন তৈরি করতে হবে। তাহলে আগের স্ট্রাইক কাজ না হলেও, কোন কোন সময় কাউন্টার স্ট্রাইক এ কাজ হয়ে যেতে পারে। আর কাজ না হলেও এই উছিলায় তোমার আরো অনেক অনেক জিনিস শেখা হয়ে যাবে। এবং নলেজ, স্কিল আর টেকনিক্যাল এঙ্গেলে এগিয়ে যাবে।

.

টাস্ক-১: কাউন্টার স্ট্রাইক টাইপ-১

তুমি এয়ার স্ট্রাইক (ইউক্রেন/রোমানিয়া) করছিলা। বা অন্য দেশগুলাতে এপ্লাই করেছো। এর মধ্যে কোন একটা ভালো চাকরিতে রিজেক্টেড হলে বা পাঁচ থেকে সাতদিনের মধ্যে রেসপন্স না পেলে সেই কোম্পানীর কাছে আবার কাউন্টার স্ট্রাইক করা হচ্ছে তোমার কাজ। এর মধ্যে প্রথম ক্যাটাগরির কাউন্টার স্ট্রাইক হচ্ছে। এপ্লাই করেছো কিন্তু কোন রেসপন্স নাই। তাই তোমার কাছে যদি এমন কোন কোম্পানি থাকে যাদের কাছ থেকে রেসপন্স পাবে বলে মনে হয়েছিলো বা আশা করছিলা কিন্তু রেসপন্স পাওনি। অথবা এমন কেউ না থাকলেও তুমি এমন একটা ধরে নিবে।

তারপর একটা স্যাম্পল ইমেইল লিখে ফেলবে। ইমিলের একটা সাবজেক্ট থাকবে। ভিতরে পাঁচ থেকে সাত লাইন কথা থাকবে। আর নিচে তোমার ইমেইলের সিগনেচার থাকবে।

এই রকম একটা স্যাম্পল ইমেইল লিখে ফেলবে। যদি সম্ভব হয়ে তাহলে এই রকম কয়েকটা ইমেইলে পাঠিয়েও দিবে।

.

টাস্ক-২: কাউন্টার স্ট্রাইক টাইপ-২

আরেক ধরনের কাউন্টার হচ্ছে। এমন কোম্পানি যেখানে তুমি ইন্টারভিউ দিয়েছো কিন্তু ৩ থেকে পাঁচ দিন হয়ে গেছে কোন রেসপন্স নাই। হয়তো এখন সেই রকম কোম্পানি তোমার কাছে নাও থাকতে পারে। তারপরেও স্যাম্পল একটা ইমেইল লিখে ফেলবে। ফিউচারে এইটা খুব কাজে লাগবে।

আগের মতো ইমেইলের সাবজেক্ট থাকবে। ভিতরে পাঁচ থেকে সাত লাইনের লেখা থাকবে। আর নিচে তোমার ইমেইল সিগনেচার।

.

টাস্ক-৩: কাউন্টার স্ট্রাইক টাইপ-৩

লাস্ট আরেক ধরণের কাউন্টার স্ট্রাইক আছে। যেখানে তুমি ইন্টারভিউ দিয়েছো কিন্তু রিজেক্ট করে দিছে। তাদেরকে কাউন্টার দিতে হবে। মাঝে মধ্যে তোমার ইন্টারভিউ খারাপ হলেও ওরা রিজেক্ট করার আগে তুমি কাউন্টার দিয়ে দিতে পারো। অর্থাৎ কেন তোমাকে হায়ার করা উচিত। বা তোমাকে একটা স্যাম্পল টাস্ক দেয়া উচিত। বা আরেকবার ইন্টারভিউ নেয়া উচিত। বা আর কি কি করলে তোমাকে কনসিডার করতো। এমন করলে অনেক সময় কনসিডার করে ফেলে।

তো আগের মতো আরেকটা ইমেইল লিখে ফেলবে। এই সিচুয়েশন এর জন্য। এখনো এমন সিচুয়েশন না হলেও। ফিউচারে এমন সিচুয়েশন অবশ্যই আসবে। তোমার স্যাম্পল ইমেলে ইমেইলের সাবজেক্ট থাকবে। ভিতরে পাঁচ থেকে সাত লাইনের লেখা থাকবে। আর নিচে তোমার ইমেইল সিগনেচার।

.

টাস্ক-৪: জেটপ্যাক স্ট্রাইক

আগের এয়ার স্ট্রাইক এর মতো করে এইবার জেটপ্যাক স্ট্রাইক হবে। তবে সেটা হবে জার্মানিতে। তোমার প্রথম এপ্রোচ হবে গুগল এ সার্চ দিয়ে। এবং যতভাবে গুগলে চাকরি সার্চ দিতে পারো। হতে পারে React jobs in germany, Front-end jobs in germany, Javascript jobs in germany, web developer jobs in germany, full-stack web developer in germany, এই রকম আরো চার পাঁচটা ভেরিয়েশন দিয়ে চাকরি খোঁজবে। সেইম জিনিসটা করবে তবে সেটা করবে জার্মানি এর বড় বড় শহরের নাম খুঁজে বের করবে। তারপর সেই সব শহরে নাম সহ গুগুলে চাকরি খোঁজ করবে। যেমন React jobs in frankfurt, Front-end jobs in munich, ইত্যাদি। কিছু কিছু চাকরি দেখবে germany এর ভাষায় লেখা সেগুলা এভোয়েড করবে। বাকি যেগুলা ইংরেজিতে সেগুলা মাস্ট এপ্লাই করবে।

আর দরকার হলে সেই দেশের স্পেসিফিক জব পোর্টাল খোঁজ। ইন্টার্ন এর জন্য ওয়েবসাইট খোঁজ। কোন ফেইসবুক গ্রূপ আছে কিনা জব রিলেটেড সেটা খোঁজ। লিংকডইন এ খোঁজ। indeed, monster, dice বা bdjobs টাইপের কিছু আছে কিনা খোঁজ। খুঁজে খুঁজে সব তামা তামা করে ফেলো।

.

আজকে টোটাল ১০ টা চাকরিতে এপ্লাই করবে। মিনিমাম ৫টা চাকরি হবে জার্মানিতে। আর বাকি ৫টা চাকরি বিশ্বের যেকোন দেশে।

টাস্ক-৫: কোম্পানি রিসার্চ এন্ড বিল্ড নেটওয়ার্ক

সব চাকরিতে শুধু টুক করে এপ্লাই করে দিলে হবে না। বরং কোম্পানি সম্পর্কে একটু রিসার্চ করতে হবে। তাদের ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখবে। বিশেষ করে যে কোম্পানিতে এপ্লাই করতেছো সেখানে কে কে ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতেছে। দরকার হলে লিংকডইন এ গিয়ে সেই কোম্পানির পেইজে গিয়েই "people" এ ক্লিক করবে। দেখবে দুই একজন দেশি বা ভারতীয় পেয়ে যেতেও পারো। আর না পেলেও দুই একজনকে তুমি এড রিকুয়েস্ট পাঠাবে। বা সুবিধাজনক হলে একটু প্রফেশনালভাবে মেসেজ পাঠাবে। এইরকম খাতির করে ফেলতে পারলে কেউ কেউ তোমাকে রেফার করে দিতে পারে। তাহলে তো কেল্লা ফতে।

সো, আজকে যেসব কোম্পানিতে এপ্লাই করবে সেই সব কোম্পানির মিনিমাম ৫টা কোম্পানি এর ডেভেলপার এর সাথে কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করবে। এক কোম্পানির একজনের চাইতে বেশিজনও হতে পারে।

আবার কোন কোম্পানির গিটহাব এ গিয়ে কন্ট্রিবিউটর এর প্রোফাইল এ গিয়ে ইমেইল খুঁজে বের করে। অথবা ফেইসবুক পেইজে গিয়ে। না হয়ে ওয়েবসাইট এ গিয়ে about us এ গিয়ে নাম বের করে সেই নাম গুগলে সার্চ দিয়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। কমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। একটা না একটা রাস্তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো।

.

কি সাবমিট করবে

প্রথম তিনটা ইমেইল। কাউন্টার স্ট্রাইক এর ইমেইল একটা গুগল ডক এ লিখে সেটাকে পিডিএফ করে এসাইনমেন্ট হিসেবে সাবমিট করে ফেলবে।

আর যে ১০টা চাকরিতে এপ্লাই করেছো (৫টা জার্মানিতে আর ৫টা অন্য কোন দেশে) সেটার লিস্ট। প্লাস পাঁচটা কোম্পানি এর রিসার্চ করবে। সেই কোম্পানি সম্পর্কে ৩ থেকে ৫ লাইনের সামারি লিখে দিবে। কোম্পানি সামারি লিখবে ৫টা কোম্পনির জন্য। তাহলে ১০ টা জব এর লিংক জেগুলাতে তুমি এপ্লাই করেছো আর ৫টা কোম্পানির সামারি লিখে আরেকটা ফাইল সাবমিট করবে। পিডিএফ করে।

.

ডেডলাইন:

যেহেতু ঈদ চলে আসতেছে। তাই এই কাজ এর ডেডলাইন মে মাসের ১৭ তারিখ রাত ১০.০০

কোন অবস্থাতেই লাস্ট দুই সপ্তাহের কোন কাজ যেন বাকি না থাকে ১৭ তারিখের পরে। তাই প্রয়োজন অনুসারে ঈদের বন্ধ কাজে লাগাও।

.

প্যারেড হবে ১৭ তারিখ রাত ১০.০০ ফেইসবুকে লাইভ এর মাধ্যমে। প্যারেডে এ কি হবে সেটা তখন জানতে পারবে।

.

ঈদ মোবারক

ও আর ঈদ উপলক্ষে কয়েকটা অপশনাল কাজ আর একটা অপশনাল চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। দেখি সেটা কে করতে পারে।

সবাই ভালো থেকো। সুস্থ থেকো। ঈদ মোবারক।